গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৫ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা | ২৮ এপ্রিল - ৪ মে ২০২৩ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

শোষিত মানুষের মুক্তির দিশারি মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক

কমরেড শিবদাস ঘোষ

জন্মশতবর্ষ পালন করুন

৫ আগস্ট ২০২২ - ৫ আগস্ট ২০২৩

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

"যে বিপ্লবী হওয়ার জন্য সংগ্রাম করবে, নিজের রাজনৈতিক চেতনা বাড়ানো, নিজের চরিত্রকে সেই অনুযায়ী করে গড়ে তোলা এবং নিজের ওয়ার্কিং স্টাইল জনতার মধ্যে থেকে কন্টিনিউয়াসলি ইমপ্রুভ করার জন্য ক্রমাগত কাজ, রাজনৈতিক চর্চা, আলাপ-

পাঁচের পাতায় দেখুন

পাঠ্যক্রমে বাতিল ডারউইন

বিজেপির ভয় যুক্তি ও বিজ্ঞানকেই

স্কুল শিক্ষার কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিএসই অতি সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে, এনসিইআরটির সুপারিশ মেনে দশম শ্রেণির সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া হবে বিবর্তনবাদের তত্ত্ব। ঘোষণার পরই বিজ্ঞানীমহল এর প্রতিবাদে খোলা চিঠি প্রকাশ করেছেন, যেখানে দু'দিনের মধ্যেই দু'হাজারেরও বেশি বিজ্ঞানী স্বাক্ষর করেছেন, স্বাক্ষর এখনও চলছে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানের এই মৌলিক আবিষ্কারের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে এবং তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতি গড়ে তোলার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হবে। কারণ জীবজগৎ যে নিয়ত পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আছে এবং বিবর্তন যে একটি নিয়ম নির্ধারিত প্রক্রিয়া, কোনও ঐশ্বরিক শক্তির ভূমিকা যে এখানে নেই, এই চিন্তা ডারউইনের সময় থেকে যুক্তিবাদী ধ্যান-ধারণার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

সকলেই জানেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দশম শ্রেণির পরে ছাত্র-ছাত্রীদের একটা অল্প অংশই একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে একটা ছোট অংশ জীববিজ্ঞান নিয়ে উচ্চতর ক্লাসে পড়ে। ফলে দশম শ্রেণির সিলেবাস থেকে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব বাদ দিলে একটা বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

মনে পড়ে যায়, কয়েক বছর আগে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী 'সত্যদ্রষ্টা' শ্রী সত্যপাল সিং-এর একটি 'সত্যভাষণে'র কথা। তিনি বলেছিলেন, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভুল'। কারণ, 'আমাদের পূর্বপুরুষরা কোথাও উল্লেখ করেননি যে, তারাও কখনও কোনও বাঁদরকে মানুষ হতে দেখেছেন। কেউই বলে বা লিখে যাননি যে, তারা কেউ এ ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের লেখা কোনও বই বা গল্পগাথায় এ ধরনের ঘটনার উল্লেখ নেই। তাই বিজ্ঞানের বই থেকে এই তত্ত্বকে বাদ দিতে হবে।'

দুয়ের পাতায় দেখুন

যুক্তিহীনতা ও অন্ধবিশ্বাসের দিকে ঠেলার ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্র

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২২ এপ্রিল এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, মহান বিজ্ঞানী ডারউইনের বিবর্তন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক আবিষ্কারকে স্কুলপাঠ্য থেকে বাদ দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার। এটা শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার উপর আক্রমণ নয়, বরং দেশের তরুণ প্রজন্মকে যুক্তিহীনতা এবং অন্ধবিশ্বাসের দিকে ঠেলে দেওয়ার এক ফ্যাসিবাদী ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নির্মিত। ভারতীয় নবজাগরণের উদগাতাদের ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্নকে পদদলিত করে দেশবাসীর চিন্তাপ্রক্রিয়া ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ এটি।

আমরা সারা দেশের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শিক্ষাপ্রেমী মানুষের কাছে আবেদন জানাই, এই অশুভ পদক্ষেপ বানচাল করার জন্য আওয়াজ তুলুন। না হলে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে যুক্তিবাদী করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

২৪ এপ্রিল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) -এর ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভা। শরৎ সদন, হাওড়া।

সংবাদ চারের পাতায়

মৃত পরিযায়ী শ্রমিক ক্ষতিপূরণের দাবি

পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমার রামনগরের এক পরিযায়ী শ্রমিকের থাইল্যান্ডে মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মরদেহ অতি দ্রুত বাড়িতে আনার ব্যবস্থা সহ কয়েকটি দাবি সংবলিত স্মারকলিপি ১৮ এপ্রিল অল ইন্ডিয়া মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের দপ্তরে পেশ করা হয়। লেবার কমিশনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মর্মান্তিক এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করে দোষী ব্যক্তির শাস্তি, মৃত ব্যক্তির পরিবারকে অন্তত ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, মৃতদেহ সৎকারের বন্দোবস্ত প্রভৃতি দাবি জানানো হয়েছে।

বোরো ধানের ক্ষতিপূরণের দাবি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট-পাঁশকুড়া-শহিদ মাতঙ্গিনী-এগরা সহ বিভিন্ন ব্লকে বেশ কিছুদিন ধরে বোরো ধানে ছত্রাক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন কীটনাশক প্রয়োগ করেও কোনও ফল না হওয়ায় চাষিরা দিশেহারা। তাঁরা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন। বিষয়টি নিয়ে কৃষক সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ১৯ এপ্রিল জেলার কৃষি উপ-অধিকর্তা (প্রশাসন), কৃষিমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টাকে ই-মেইল মারফত স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। 'বাংলা শস্যবিমা' প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য মন্ত্রী সহ আধিকারিকদের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

কোলাঘাটে খাল সংস্কারের দাবি আদায়

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এলাকার নিকাশি দেনান খাল অবিলম্বে সংস্কার, মেছেদাতে একটি ভ্যাট ও জলাধার নির্মাণ, পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনে দূষণরোধের কাজ বাকি থাকা চারটি ইউনিট সংস্কারের কাজ দ্রুত শেষ, দূষণরোধে ব্যাপক বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা প্রভৃতি ১১ দফা দাবিতে ২১ এপ্রিল 'কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি' ও 'কৃষক সংগ্রাম পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

প্রতিনিধিদল দাবি করেন ছাই ওড়া বন্ধ করতে দিনে একাধিকবার এলাকার রাস্তাগুলিতে জল ছড়ানো ও গাড়িগুলি উপযুক্ত ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ছাই পরিবহণ করতে হবে। জেনারেল ম্যানেজার দেনান খাল সংস্কারের জন্য এক কোটি টাকা মঞ্জুর করে আগামী বর্ষার আগেই কাজ করার জন্য সেচ দপ্তরকে চিঠি দিয়েছেন বলে প্রতিনিধিদলকে জানান। অন্যান্য দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

মিড ডে মিল কর্মীদের মিছিল

প্রবল দাবদাহ উপেক্ষা করেই ইজ্জতের সাথে বাঁচার দাবিতে পথে নামলেন মিড-ডে মিল কর্মীরা। তাঁদের দাবি ১০ মাস নয়, ১২ মাসের ভাতা চাই, সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা চাই। এছাড়াও ১২ দফা দাবি নিয়ে মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের কল্যাণী ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ১৮ এপ্রিল মিছিল করে বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জয়েন্ট বিডিও দাবির যথার্থতা স্বীকার করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের নদিয়া জেলা সম্পাদিকা অঞ্জলী দাস, যুগ্ম সম্পাদিকা নীহার সরকার, সদস্যা প্রতিমা দে, এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক কমরেড প্রবীর দে ও কল্যাণী ব্লক কমিটির উপদেষ্টা দেবাশীষ ব্যানার্জী।

পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ সালানপুরে

পশ্চিম বর্ধমানের সালানপুর ব্লকের প্রতিটি ঘরে অবিলম্বে পর্যাপ্ত পরিস্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা, রূপনারায়ণপুর অঞ্চলে সরকারি উচ্চবিদ্যালয় স্থাপন, পিঠাইকেয়ারি গ্রামীণ হাসপাতালকে উন্নত মানের পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপান্তরিত করা সহ ছয় দফা দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) চিত্তরঞ্জন রূপনারায়ণপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ২০ এপ্রিল মিছিল করে সালানপুর ব্লকের বিডিও-র কাছে বিক্ষোভ দেখানো হয়। নেতৃত্ব দেন দলের লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রণবেশ দত্ত। মিছিল শেষে বিডিও-র হাতে ব্লকের বহু মানুষের স্বাক্ষর সংবলিত একটি দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। বিডিও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দেন।

বিজেপির ভয় যুক্তি ও বিজ্ঞানকেই

একের পাতার পর

সেদিন অনেকেই মন্ত্রীর এই চরম অবৈজ্ঞানিক মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় তিনটি বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি 'দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি-নিউ দিল্লি, দি ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-ব্যাঙ্গালোর এবং দি ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এলাহাবাদ' এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছিল, 'আমরা এ কথা বলতে চাই যে, মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বিবর্তনবাদের তত্ত্ব, যাতে ডারউইনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, তা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। বিবর্তনের তত্ত্বের বাস্তবতা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কোনও বিতর্ক নেই। এটা একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং এমন একটা তত্ত্ব যার ভিত্তিতে এমন বহু অনুমান বা ভবিষ্যৎবাণী (প্রেডিকশন) করা সম্ভব হয়েছে, যেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই তত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হল, এই গ্রহে অবস্থিত মানুষ ও অন্যান্য বানর জাতীয় প্রাণী সহ সমস্ত জীবই কোনও না কোনও পূর্বতন জীব (প্রোজেনিটর) থেকে বিবর্তিত হয়েছে।'

মন্ত্রীর কথা নিয়ে সেদিন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও কম হয়নি। অনেকে একে পাগলের প্রলাপ বা মন্ত্রীর ব্যক্তিগত অজ্ঞতার বিষয় বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু বিষয়টা যে তা ছিল না, মন্ত্রী যে কেন্দ্রের শাসক গোষ্ঠীর মতকেই প্রতিধ্বনিত করেছিলেন, তা সিবিএসই-র ঘোষণার মধ্য দিয়ে আজ আবারও প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু, কেন এই পদক্ষেপ? এ কি নিতান্তই খামখেয়ালিপনার ফল, না কি এর পিছনে রয়েছে একটি সুপরিকল্পিত অভিসন্ধি? এই প্রশ্নগুলো স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হলে আমাদের একটু পিছনে ফিরে দেখতে হবে— কী আছে এই বিবর্তনবাদের তত্ত্বে এবং গত দেড়শো বছরেরও বেশি সময় ধরে কারা এর বিরোধিতা করে এসেছে?

ডারউইনের বিবর্তনবাদ সৃষ্টির পিছনে কোনও এক অজানা-অচেনা অথচ শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তার ভূমিকাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছে। বিবর্তনবাদের এই তত্ত্ব প্রমাণ করেছে যে, এক প্রজাতি থেকে আর এক প্রজাতির সৃষ্টি একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। কোনও ঐশ্বরিক শক্তির ভূমিকা ছাড়াই প্রাকৃতিক নিয়মে তা ঘটে। ফলে সেদিনের ধর্মতাত্ত্বিকরা ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছিল। কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের পরে ধর্মতাত্ত্বিকদের আশ্রয় ছিল, জীবজগৎ সৃষ্টির তত্ত্ব, বিশেষ করে মানুষের সৃষ্টি সংক্রান্ত ঈশ্বর কেন্দ্রিক ধারণা। কোনও ঐশ্বরিক শক্তির ভূমিকা ছাড়া এটা সম্ভব নয়— এই বিশ্বাসই ছিল তাদের শক্তির শেষ আশ্রয়স্থল। কিন্তু ডারউইনের বিবর্তনবাদ মানুষ সহ জীবজগৎ সৃষ্টির পিছনে প্রাকৃতিক নিয়মের কথা প্রমাণ করে দেওয়ায় তা ধর্মতাত্ত্বিকদের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিল। ডারউইন তাঁর 'অন দি অরিজিন অফ স্পিসিস' (১৮৫৯) বইয়ের শুরুতে লিখেছিলেন, 'এতদিন আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা যা জেনে এসেছি তা-ই কেবল চরম সত্য নয়। ঈশ্বর নামে কেউ মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদকুলকে হঠাৎ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে পাঠাননি, বরং কোটি কোটি বছরের প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবজগতের এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে।' সরাসরি ঈশ্বর তত্ত্বের উপর এমন আঘাত এর আগে কেউ করেননি। সে যুগে তখন পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ভেঙে নতুন বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠার বিপ্লবের প্রক্রিয়া চলছে। আসছে বিজ্ঞান ও যুক্তির নিরিখে সবকিছু বিচার করার এক নতুন বিপ্লবাত্মক জোয়ার। সে যুগের শাসক সামন্তপ্রভুরা এই যুক্তি এবং বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাকে ভয় পাচ্ছিল। তাই তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ডারউইনের জীবদ্দশাতেই ধর্মতাত্ত্বিকদের তরফ থেকে তীব্র আক্রমণ শুরু হয়েছিল ডারউইনবাদের বিরুদ্ধে।

আজকের দিনে ভারতে সেই ধর্মতাত্ত্বিকদের উত্তরসূরী হিসাবে ভূমিকা নিচ্ছে বিজেপির আদর্শগত অভিভাবক আরএসএস। বিজেপি যাদের সেবাদাস এবং পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে গদিতে বসেছে সেই বুর্জোয়া শ্রেণিও আজ যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মননকে গলা টিপে মারতে চায়। আজকের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম সংকটের দিনে তারা জনগণকে অন্ধ গোঁড়ামি, কূপমণ্ডুকতা, প্রাচীন ঐতিহ্যবাদের চর্বিত চর্বনের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চায়। এই পথে শাসক শ্রেণি চাইছে মনুষ্যত্বের বিকাশের রাস্তাটাকেই মেরে দিতে। ফ্যাসিবাদী-চিন্তা কাঠামো এনে তারা যুক্তিবাদী চিন্তার মূল উপড়ে ফেলতে সচেষ্ট। পুঁজিপতি শ্রেণির হয়ে বিজেপি এই কার্যক্রমকেই বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব নিয়েছে। তাই আজ এটা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট যে, মন্ত্রীর সুপারিশ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্ষদ সিবিএসই-এনসিইআরটি-র সিদ্ধান্ত কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ডারউইনের জীবদ্দশায় শোষণ-জুলুম চালু রাখার তাগিদে ধর্মতন্ত্র বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছিল, আজ তাদের উত্তরসূরীরাই বিবর্তনবাদকে সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এর ফল হবে মারাত্মক। কারণ বিজ্ঞানীদের মতে বিবর্তনের জীববিজ্ঞান হল বিজ্ঞানচর্চার একটা বুনিয়াদী বিষয়। বস্তুজগত ও সমাজ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ওষুধ আবিষ্কার, মহামারির মোকাবিলা কীভাবে করা হবে, পরিবেশ সংরক্ষণ কীভাবে করা উচিত, এরকম বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা ও সমাধানের সাথে এটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

বস্তুজগৎ ও সমাজের পরিবর্তনের পথে যে ধারাবাহিকতা ও ছেদ থাকে তার শিক্ষালাভ না করে যে কোনও ব্যক্তিই বিজ্ঞানের সামগ্রিক শিক্ষালাভ করতে পারে না। তাই পাঠ্যক্রম থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদ বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার জগতে এক অন্ধকারময় যুগ নিয়ে আসবে। এ জন্য সময় থাকতে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আগামীকালের জন্য অপেক্ষা না করে আজই প্রতিবাদ করা জরুরি। আশার কথা, দেশের প্রথম সারির বিজ্ঞানীরা এর প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি ও ইন্ডিয়ান মার্চ ফর সায়েন্স-এর মতো বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীদের সংগঠন এর প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছেন। আপামর জনসাধারণকেও প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে।

উত্তরপ্রদেশে খুন হচ্ছে আইনের শাসন

খুন হচ্ছে ন্যায়বিচার

উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে পুলিশের ঘেরাটোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'এনকাউন্টারের' নতুন রূপ দেখাল তিন আততায়ী। এতদিন বিজেপি শাসিত এই রাজ্যে পুলিশই এনকাউন্টার করে হত্যা করত, তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজি প্রবল গর্ব প্রকাশ করতেন। এবার যা ঘটল তাতে পুলিশের মদতে ক্রিমিনালরাই এনকাউন্টার করার ছাড়পত্র পেয়ে গেল কি না, সে প্রশ্ন মানুষকে ভাবাচ্ছে।

১৫ এপ্রিল এলাহাবাদে পুলিশের বিশাল বাহিনীর সামনে সাংবাদিকদের ক্যামেরাকে সাক্ষী রেখে যেভাবে প্রাক্তন বিধায়ক তথা বাহুবলী নেতা আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাইকে খুন করেছে বন্দুকধারী তিন দুষ্কৃতী তাতে এই প্রশ্ন না উঠে পারে না। এর মাত্র দু'দিন আগে পুলিশের এনকাউন্টারে খুন হয়েছেন আতিকের ১৯ বছর বয়সী পুত্র। আতিক আহমেদের নামে নানা মারাত্মক অপরাধের অভিযোগ ছিল, বিচার হলে তাঁর হয়ত কঠিন শাস্তিও হত। কিন্তু তার জন্য বিনা বিচারে তাঁকে হত্যা করার পক্ষে যুক্তি সাজিয়ে বিজেপির নানা নেতা যেভাবে আস্ফালন করছেন, তা অনেক বেশি উদ্বেগজনক। প্রসঙ্গত, তাঁকে যে ভুয়ো এনকাউন্টারে হত্যা করা হতে পারে সেই আশঙ্কা ব্যক্ত করে আতিক আহমেদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে শীর্ষ আদালতেরও দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু কেউই তাতে কর্ণপাত করেনি।

লক্ষণীয়, তিন আততায়ী তাদের কাজ শেষ করা পর্যন্ত উপস্থিত বিশাল পুলিশ বাহিনী এতটুকু নড়বার চেষ্টাও করেনি। আততায়ীদের মুখে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিই বিজেপি সরকারের পুলিশ বাহিনীকে মোহগ্রস্ত করে দিল কিনা তা গবেষণার বিষয় হতে পারে। কিন্তু যে পুলিশ যখন তখন এনকাউন্টারে এতটা দড়, তারা তিন আততায়ীর দিকে বন্দুকগুলো তুলেও ধরল না, এটা কি খুব স্বাভাবিক? হেফাজতে থাকা একজন অভিযুক্তের জীবন রক্ষার একেবারে প্রাথমিক দায়টি অবশ্য উত্তরপ্রদেশের পুলিশ বহু আগেই ভুলে মেরে দিয়েছে। এমনিতেই সারা দেশে বিজেপি শাসনে পুলিশ এবং জেল হেফাজতে মৃত্যু অতি সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত। গত ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যসভায় জানিয়েছিলেন, গত পাঁচ বছরে দেশে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুতে শীর্ষে গুজরাট, দ্বিতীয় বিজেপি জোট শাসিত মহারাষ্ট্র এবং তৃতীয় উত্তরপ্রদেশ (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ১৪.০২.২০২৩)। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর নামে তাঁর সমর্থকরা জয়ধ্বনি দেন 'বুলডোজার বাবা' বলে। যিনি সরকার বিরোধিতার অভিযোগ উঠলেই কোনও বিচারের অপেক্ষা না করে অভিযুক্তদের বাড়ি ভাঙতে পুলিশ এবং বুলডোজার পাঠিয়ে দেন। সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর 'অপরাধে'ও বাড়িতে বুলডোজার পৌঁছে যায়। সে রাজ্যের পুলিশের একমাত্র 'দক্ষতা' এসেছে কাউকে অপরাধী মনে করলেই 'এনকাউন্টার' করে তাকে নিকেশ করায়। গত পাঁচ বছরে উত্তরপ্রদেশে ১০,৯০০ ক্ষেত্রে পুলিশ এনকাউন্টার করতে গুলি চালিয়েছে। তাতে ১৮৩ জন অভিযুক্ত নিহত হয়েছে। মেরে দিলেই যখন দায়িত্ব শেষ, আদালতে অপরাধ প্রমাণের দায়ও শেষ। থানাগুলোই এখন আদালতের ভার নিয়ে নিচ্ছে! এরপর হয়ত সরকার বলবে এমন পুলিশ-স্বর্গে আর কোর্ট, বিচারক, আইন এসব বালাই রাখার দরকার কী? কালক্রমে বিজেপি শাসিত আসাম, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যের সরকার ও প্রশাসনও এই এনকাউন্টার ও বুলডোজার ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরা সামনে রেখে সংসদ ভবনকে প্রণাম করেন, সংবিধানে মাথা ঠোকেন, কিন্তু নিজের দলের পরিচালিত সরকারগুলো দু'পায়ে আইন-সংবিধান মাড়িয়ে গেলে টুঁ শব্দটি করেন না। সারা বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ আফগানিস্তানের তালিবান জমানাকে ধিক্কার দেয়, কারণ তারা শাসকদের মর্জিমতো নিজেদের অভিযুক্তদের বিনা বিচারে হত্যা করে। বিজেপি কি তবে তার মৌলবাদী কাউন্টারপার্ট হিসাবে তালিবানকেই অনুসরণ করতে চাইছে?

আতিক এবং আসরাফের হত্যাকাণ্ডের পর 'দ্য ওয়্যার' পত্রিকার সাংবাদিক করণ থাপারের কাছে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মদন বি লোকুর যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন তার উত্তর কেন্দ্রের কিংবা উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার দেয়নি। তাঁর প্রশ্ন— পুলিশ হাতে বন্দুক নিয়েও নিশ্চল হয়ে হত্যাকাণ্ড দেখল কেন? কেন হত্যাকারীদের নিজেদের হেফাজতে নিতে আদালতে আবেদন করেনি পুলিশ? তারা কি এ বিষয়ে এতটাই অবহিত যে, নতুন কোনও জিজ্ঞাসাবাদ বা তদন্তের প্রয়োজনই নেই? কেন আতিক এবং আসরাফের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও তাদের রাত সাড়ে দশটার সময় হাসপাতালে সাধারণ স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য পুলিশ নিয়ে গেল? কেন আততায়ীরা সাংবাদিকের ছদ্মবেশে এসেছিল, তারা কী করে জানল যে ওই রাতে হাসপাতালের সামনে প্রচুর সাংবাদিক থাকবেন? পুলিশ কি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে অভিযুক্তদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল?

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রায় লজ্জ করে ফেলেছেন একটা কথা— 'মাফিয়া কো মিট্টিমে মিটা দেঙ্গে' (মাফিয়াদের মাটিতে মিশিয়ে দেব)। তাঁর এবং তাঁর দলের সৌভাগ্য যে এই সব ফিল্মি-কায়দার হুঙ্কারে এখন হাততালি দেওয়ার লোকেরও অভাব হয় না। স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশের শাসক দলগুলো এই মাফিয়া, গুণ্ডা, সমাজবিরোধীদের কাজে লাগিয়েছে। তাতে সাধারণ মানুষের জীবন বিপদগ্রস্ত হয়েছে। বিজেপি যেখানেই ক্ষমতায় বসেছে একই কাজ করেছে। এখনকার সাথে কিছুদিন আগেকার সময়ের পার্থক্য একটাই— আগে সরকারি দলের নেতারা এদের কন্ট্রোল করতেন, এখন এই মাফিয়ারাই অনেকে নেতা, মন্ত্রী। অর্থাৎ, বিজেপি নেতারা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে যতই হুঙ্কার দিন, সংসদ-বিধানসভার অলিন্দে আলোকিত মাফিয়াকুল। কেন্দ্র থেকে রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের পরিচয় জানলেই বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু তারা প্রচারপটু বলে অন্য দলের আশ্রয়পুষ্ট মাফিয়াদের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমকে দেখিয়ে হুঙ্কার

উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি এসইউসিআই(সি)-র

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৬ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন,

উত্তরপ্রদেশে পুলিশ হেফাজতে হাতকড়ি লাগানো অবস্থায় দুই বন্দিকে যেভাবে খুন করা হয়েছে তা পুলিশ প্রশাসনের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়। এই ঘটনা দেখিয়ে দিল সেখানে আইনের শাসন বলে কোনও কিছুরই আর অস্তিত্ব নেই। আইনের শাসন বলে, যে কোনও অভিযুক্তেরই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে। একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিও এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে বোঝা যায় আইনের বদলে নৈরাজ্যের শাসন চলছে। আমরা এই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করছি।

একটি নববর্ষের সকাল

নববর্ষের সকাল। প্রবল তাপ প্রবাহ চলছে কদিন ধরে। সকাল নটার গরমেই দম বন্ধ হয়ে আসছে রান্নাঘরের আঁচে, দেওয়াল ভেদ করে যেন ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে গরম হাওয়া। তাও বচ্ছরকার দিনে ছেলের আবদার রাখতে ভোর ভোর রান্নাঘরে ঢুকেছেন বনানী মিত্র। ফুলকো লুচি, আলুরদম আর মিষ্টি প্লেটে সাজিয়ে দিয়েছেন ছেলে আর ছেলের বাবাকে। বছর দেড়েকের ছোট ছেলেটা টলমল পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘর জুড়ে, মাঝে মাঝে এসে মাথা ঘষছে মায়ের কোলে, দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকাচ্ছে দাদার দিকে।

বনানী মিত্র উত্তর কলকাতার একটি সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। দুই ছেলের বড় জন একটি নামকরা মিশনারি স্কুলে ক্লাস সিক্সে উঠল এবার। হাত বাড়িয়ে খবরের কাগজটা টেনে নিলেন বনানী। সময় নিয়ে, মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়াটা তার পুরোনো অভ্যেস। স্কুল, সংসার, দুই ছেলের ঝক্কি সামলে সে অভ্যেসে ঘুণ ধরেছে বহুদিন। তাও আজ ছুটির দিনের অবসরে একটু আরাম করে কাগজ পড়তে ইচ্ছে করল। মুখ্যমন্ত্রীর পাতাজোড়া শুভেচ্ছা, সরষে ইলিশ আর সোনার গয়নায় ছাড়, নতুন বছরে নতুন ফ্ল্যাটের হাতছানি। বিজ্ঞাপনের ভিড় ঠেলে সম্পাদকীয় পাতায় এসে চোখ আটকে গেল।

একটি সরকারি সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের প্রতি তিনজন শিশুর মধ্যে একজন অপুষ্ট। দিনভর না খেয়ে থাকে এমন শিশুর সংখ্যা ঊনষাট লক্ষ। খাদ্যাভাব তো আছেই, আছে খাইয়ে দেওয়ার বা দেখভাল করার লোকের অভাবও। মায়েরাও ভুগছেন অপুষ্টি, রক্তাল্পতায় যার পরিণামে জন্মাচ্ছে রুগ্ন, কম ওজনের শিশু। সমীক্ষার তথ্য বলছে, ছ'মাস থেকে তেইশ মাস বয়সের শিশুদের প্রায় কুড়ি শতাংশই সারাদিন না খেয়ে থাকে। ইতিহাসের শিক্ষিকা বনানী, দেশের দারিদ্র অনাহার অপুষ্টির কথা আজ প্রথম শুনছেন না। বাবা ছিলেন পুরোনো দিনের আদর্শবাদী লোক, বামপন্থায় বিশ্বাসী। নিজে কোনও দিন সক্রিয় রাজনীতি না করলেও সমাজবাস্তব বলে যে একটা জিনিস আছে, গরিব দেশের বেশিরভাগ লোকই যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও দিনের শেষে ঠিকমতো পেটভরা খাবার পায় না— এ কথা ছোটবেলা থেকেই শুনে, জেনে এসেছেন তিনি। গোড়ার দিকে ক্লাসরুমেও গল্পের আদলে, ইতিহাস পড়ানোর ফাঁক-ফোকরে এ কথাগুলো শোনাতে চাইতেন তিনি। আজ অনেকটাই দূরে চলে গেছে সেসব ইচ্ছে, অভ্যাস। নাকি গতানুগতিকতার আবর্তে নিজেই দূর করে দিয়েছেন সে সব ভাবনাকে? কই, সমাজ আর দেশকাল তো বদলায়নি কোথাও, বরং আরও তলানিতে নামছে রোজ।

এই খবরেই আছে, ২০১৬ থেকে ২০২১ এই পাঁচ বছরে দেশে ক্ষুধার্ত শিশুর সংখ্যা বেড়েছে ক্রমাগত। অথচ ছাত্রীদের সুনাগরিক হওয়ার নিয়মকানুন শেখানোর ফাঁকে হোম লোন ইন্টারেস্ট-সেভিংস-এর চক্করে, ছেলের কোচিং ক্লাসের ব্যাগ গুছিয়ে দিতে দিতে গত একবছরে একবারও কি তিনি ভেবেছেন এই ক্ষুধার্ত মুখগুলোর কথা? হঠাৎ বুকটা কেমন হু হু করে ওঠে ছোট ছেলের মুখটা ভেবে, চোখ বেয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে অজান্তেই। নাঃ, আজ পয়লা বৈশাখের দিন কী সব ভেবে মনখারাপ করছেন তিনি? জোর করে পাতা উল্টে দিলেন বনানী মিত্র, ভেতরের পাতায় যদি থাকে কোনও মন ভালো করা খবর। স্বস্তি মিলল না সেখানেও। মিড ডে মিলে যেটুকু বরাদ্দ বেড়েছিল গত চার মাস, এপ্রিলেই তার মেয়াদ ফুরোচ্ছে। শিক্ষা দফতর বলছে, আগের বছরের বেঁচে যাওয়া টাকা থেকে এটুকু বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল, আবার ফিরে যেতে হবে সেই পুরনো মেনুতে। অর্থাৎ সপ্তাহে একদিন মাংসের ঝোল পেয়ে রোদ্দুর খেলা করছিল যে মুখগুলোয়, সেখানে আবার মেঘ জমবে। মিড ডে মিলের আপেল মুঠোয় নিয়ে কারটা বড় কারটা ছোট, সেসব মেপে দেখার খুনসুটিও শেষ। চাল-ডাল-আলু প্যাকেটে দিলে তাও একরকম, রান্না করা খাবার মুখে তুলতে পারবে না অনেকেই, যেদিন ডিম পাবে ঝোল ফেলে সেটা খাবে হয়তো। স্কুলের মিড ডে মিল রোজ টেস্ট করতে হয় কোনও না কোনও শিক্ষিকাকে। প্রায়ই সে দায়িত্ব বর্তায় বনানীর ওপরে। গন্ধ হয়ে যাওয়া আলুমাখা আর বিস্বাদ সয়াবিনের ঝোল নিয়ে একবার অভিযোগ করেছিলেন প্রধান শিক্ষকের কাছে, লাভ হয়নি। উল্টে তিনি বলেছিলেন, আপনি টেস্ট করে সই করে দেবেন, অত ভেবে লাভ নেই। আমার আপনার হাতে কিছু নেই বুঝলেন?

কার হাতে আছে তা হলে? নামমাত্র বেতনে, যৎসামান্য উপকরণে যারা মিড ডে মিল রাঁধেন বছরভর, তারাই বা কার কাছে অভিযোগ জানাবেন? তারপর থেকে বনানী মিত্র যন্ত্রের মতো মিড-ডে মিলের খাতায় সই করেন। যে সময় পাঁচ টাকায় একটা গোটা ডিমও মেলে না, আলু-পেঁয়াজ-চাল-ডালের দাম চড়চড় করে বেড়ে মধ্যবিত্তেরও নাগালের বাইরে চলে যায়, সেই সময়ই একটি পঁচাত্তর বছরের স্বাধীন দেশের সরকার স্কুল পড়ুয়াদের দুপুরের খাবারে মাথাপিছু বরাদ্দ করেছে প্রাথমিকে ৪.৯৭ টাকা এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৭.৪৫ টাকা। করোনার সময় যে দিন

ছয়ের পাতায় দেখুন

শ্রমিক বিপ্লবের নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের নাম ভারতের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সভায় সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

দল প্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন একটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নেই যে ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল তার যথার্থ ভূমিকা পালন করেনি। ২৪ এপ্রিল হাওড়ার শরৎ সদনে দলের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সভায় কথাগুলি বললেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ।

তিনি বলেন, আজ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সারা দেশের নিরিখে দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং কর্ণাটক-ওড়িশার মতো রাজ্যে বৃহত্তম বামপন্থী দল হিসাবে উঠে এসেছে। এর জন্য যে কঠোর সংগ্রাম দলকে করতে হয়েছে তা বিশ্বের ইতিহাসে আর কোনও দলকে করতে হয়েছে কিনা সন্দেহ। আজ গণআন্দোলনের সামনে এই দলটাই একমাত্র ভরসার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণআন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্নটা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা শুধু তত্ত্বগত ভাবে নয়, হাতেকলমে একের পর এক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করেছে এস ইউ সি আই (সি)।

১৯৫০-এর দশক, '৬০-এর দশকে পশ্চিমবাংলা একের পর এক আন্দোলনে ফেটে পড়লেও তা বারবার থমকে দাঁড়িয়েছে সে সময়কার বৃহৎ বামপন্থী দল সিপিআই, পরবর্তীকালে সিপিএমের মতো দলগুলির আপসকামী ভূমিকার জন্য। তখন মহান মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে গড়ে ওঠা সঠিক বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (সি)-র আজকের মতো শক্তি থাকলে সেই বিরাট গণআন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলনের পথে যেতে পারত। তিনি আহ্বান জানান, ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের নামটি আপনারা দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলায় বুর্জোয়া অপসংস্কৃতি, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিসম্পত্তির মোহ, নামের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের যথার্থ ছাত্র হয়ে ওঠার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম শুরু করুন।

২৪ এপ্রিল হাওড়া শরৎ সদনের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভায় মূলত কলকাতার আশেপাশের জেলার সীমিত সংখ্যক কর্মী-সমর্থক অংশ নিতে পারলেও হলে ছিল উপচে পড়া ভিড়। রাজ্যের সর্বত্র অনলাইনে কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য শোনেন আরও হাজার হাজার মানুষ। সভার সভাপতি, পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য শুরুতেই বলেন, প্রতি বছরই ২৪ এপ্রিলের এই সমাবেশ আমরা বড় মাঠে করি। কিন্তু এ বছর ৫ আগস্ট মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সর্বভারতীয় এক ঐতিহাসিক সমাবেশ আমরা কলকাতায় করতে চলেছি। এই কারণে এবারের ২৪ এপ্রিল সমাবেশ আমরা এই হলে করছি। দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে এবং পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলায় এই দিনটি নানা ভাবে উদযাপিত হচ্ছে। বহু রাজ্যে সভা হচ্ছে। পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী সভাপতির নাম প্রস্তাব করতে গিয়ে বলেন, আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষের সমাপনী সমাবেশের জন্য। সভায় উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কমরেড গোপাল কুণ্ডু ও কমরেড স্বপন ঘোষ সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

সভার শুরুতে ২৪ এপ্রিলের গান ও কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণে সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। কমসোমল বাহিনীর কিশোর-কিশোরীরা কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে গার্ড অফ অনার প্রদর্শন করে। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

ন্যায্য দামের দাবি আদায় পানচাষিদের

সারা বাংলা পানচাষি সমন্বয় সমিতির অন্দোলনের ফলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক রেগুলেটেড মার্কেটিং কমিটির আধিকারিকদের নির্দেশ দেন, পানচাষিরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন কি না তা জানাতে। তারই ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

পানের গুছিতে ৫০টির বেশি পান না দেওয়া, দাম ভাঙানি এবং উৎকোচ নেওয়া বন্ধ করা, শুধু নির্ধারিত দিনেই পান কেনার দাবিতে সারা বাংলা পানচাষি সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে বারে বারে অভিযোগ জানানো হয়েছে জেলাশাসক দপ্তরে। ১৯ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন), হর্টিকালচার ও রেগুলেটেড মার্কেটিং দপ্তরের প্রতিনিধি, ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং পানচাষি সমন্বয় সমিতির প্রতিনিধিদের সাথে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়।

বৈঠকে চাষি প্রতিনিধিরা মালিকদের সমস্ত বক্তব্য খণ্ডন করে নিজেদের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জেলাশাসক চাষিদের উত্থাপিত দাবিগুলির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের দাবি

১৯ এপ্রিল স্বাস্থ্যভবনে মিশন ডাইরেক্টরের কাছে প্রোগ্রেসিভ মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (পিএমপিএআই) নেতৃত্ব স্মারকলিপি দেয় (ছবি)। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে মেডিকেল অফিসারদের তত্ত্বাবধানে সারা রাজ্যে গ্রামীণ চিকিৎসকদের ইনফরমাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার হিসাবে ট্রেনিং শুরু করতে হবে। ট্রেনিং শেষে পরীক্ষা নিয়ে সার্টিফিকেট দিতে হবে, তাদের কাজ নির্দিষ্ট করতে ম্যানুয়াল প্রকাশ করতে হবে। যারা এখনও তালিকাভুক্ত হননি সেই স্বাস্থ্য পরিষেবকদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে, নথিভুক্ত পরিষেবকদের পুলিশ প্রশাসন, ড্রাগ ইনস্পেক্টর প্রভৃতি আধিকারিকরা যাতে হয়রান না করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন, সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা, প্রাক্তন সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, সভাপতি ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম, কোষাধ্যক্ষ ডাঃ তিমির দাস এবং অন্যতম উপদেষ্টা মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা সম্পাদক ডাঃ নীলরতন নাইয়া। ডাইরেক্টর বেশি সংখ্যায় স্বাস্থ্য পরিষেবকদের ট্রেনিং-এর দাবি মেনে নেন।

কোলাঘাটে পরিচারিকা সমিতির ডেপুটেশন

পরিচারিকাদের সপ্তাহে একদিন ছুটি, ব্লকে মদ-জুয়া-সাট্টার প্রসার বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, রেশনে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ বাড়ানো, কোনও অজুহাতে সরকারি স্কুল বন্ধ না করা সহ ৫ দফা দাবিতে ১৯ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুরে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির কোলাঘাট ব্লক শাখার উদ্যোগে বিডিও অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জয়েন্ট বিডিও তা গ্রহণ করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন অঞ্জলি মান্না, অর্চনা মাইতি, কাজল মল্লিক, নীলিমা মাইতি, ঝর্ণা মাইতি, মিঠু দত্ত, অসীমা পাহাড়ী, মিঠু মাইতি প্রমুখ।

পাঁশকুড়ায় ছাত্র সম্মেলন

১৯ এপ্রিল এআইডিএসও-র ডাকে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে শুভঙ্কর প্রামাণিককে সভাপতি, রূপসোনা খাতুনকে সম্পাদিকা, প্রত্যুষা মাইতিকে অফিস সম্পাদক করে ২৮ জনের কলেজ কমিটি গঠিত হয়।

মধ্যপ্রদেশে আশাকর্মীদের বিক্ষোভ

আশা ও আশাসহযোগী কর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি ও উপযুক্ত বেতনের দাবিতে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে ১৮ এপ্রিল বিশাল বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন কয়েক শত আশা ও আশা সহায়ক কর্মী। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত মধ্যপ্রদেশ আশাকর্মী ও সহায়ক কর্মী ইউনিয়নের ডাকে নীলম পার্কে বিক্ষোভ সমাবেশে আটটি জেলার প্রতিনিধিরা এবং এআইইউটিইউসি-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুনীল গোপাল, ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক রচনা আগরওয়াল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বিক্ষোভ সমাবেশ পরিচালনা করেন ইউনিয়নের নেত্রী প্রভারী বিদ্যা।

বিক্ষোভের ডাক হরিয়ানার মিড-ডে মিল কর্মীদের

হরিয়ানার বিজেপি সরকার গত ৬ মাস ধরে মিড-ডে মিল কর্মীদের ভাতা দিচ্ছে না। প্রতিবাদে ২৭ এপ্রিল রাজ্যের সমস্ত ব্লকে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ ও জুন মাসে চণ্ডীগড় অভিযানের ডাক দিল মিড-ডে মিল কর্মচারী ইউনিয়ন। ২১ এপ্রিল ভিওয়ানিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক রাজবালা, স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার জেলা নেত্রী সুনীতা জাংড়া, এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক রাজেন্দ্র সিং অ্যাডভোকেট প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার শত শত কোটি টাকা নানা খাতে খরচ করছে অথচ মিড-ডে মিল কর্মীদের সামান্য ভাতাটুকু ৬ মাস ধরে দিতে পারছে না। তাঁরা দাবি করেন— ১০ মাস নয়, মিড-ডে মিল কর্মীদের ভাতা ১২ মাসের জন্যই দিতে হবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

একের পাতার পর

আলোচনার মধ্য দিয়ে ইমপ্রুভ করবার চেষ্টা করবে, তাকে নেতৃত্ব দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে দল সাহায্য করতে পারে। কিন্তু দল গাইডেন্স দিক, পরামর্শ দিক, যা কিছু করুক, যে কর্মী কাজের মধ্যে নিজেকে একাত্ম করে বিপ্লবী সংগ্রাম এবং জনগণের মধ্যে নিবিষ্টভাবে ঢুকল না— পার্টি তাকে সাহায্য করলেও সে গড়ে উঠবে না। জনগণের সাথে থেকে লড়তে লড়তে কোনও কোনও কর্মী পার্টির সাথে একাত্ম হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় দেখা যায় কেউ জনগণকে নিয়ে লড়ছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত পার্টির সাথে একাত্ম হতে পারছে না। এ রকম ক্ষেত্রে কিন্তু জনগণের সঙ্গে লড়েও কিছু লাভ হয় না, কিছু দিন লড়ে, তারপর জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একে জনতার মধ্যে থাকা এবং জনগণের একজন হওয়া বা নেতা হওয়া বোঝায় না। যেমন, একজন প্রশ্ন করেছেন জনগণের নেতা হওয়া বলতে কী বোঝায়?

নেতা হওয়া বলতে বোঝায়, জনগণ আমাকে রাজনীতি, চরিত্র, কর্মক্ষমতা, পরিকল্পনা প্রভৃতি প্রশ্নে নেতার ভূমিকায় পাবে। তারা আমাকে ছাড়তে চাইলেও অ্যাভয়েড করতে চাইলেও আমি তাদের ছাড়ছি না। আমাদের দেশে যে প্রবাদ আছে, হিন্দুস্থানী প্রবাদ— কমলি নেহি ছোড়তা, আমি ছেড়ে দিতে চাইলেও কমলি ছাড়ে না, সে ধরে বসে থাকে। হোক তারা দশটা লোক, হোক তারা ছোট একটা কারখানার কয়েকজন মজুর, হোক তারা কোনও একটা গ্রামের কিছু চাষি, বা কোনও একটা এলাকার অল্প কিছু লোক অথবা কোনও একটা পাড়ার অল্প কিছু যুবক, কিছু পাবলিক, কিছু ওয়ার্কার যাদের সঙ্গে আমার শুধু বন্ধুত্ব নয়, এমন একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট আছে, যাদের সমস্ত কাজে আমাকে দরকার এবং তারা আমাকে নিজেদের লোক বলে মনে করে। আবার একই সাথে তাদের চেয়ে সুপিরিয়র বলে মনে করে। কখনও প্রথম প্রথম সমালোচনাও করে, হয়তো বিদ্রুপও করে, আবার আমার প্রভাবটাকে অস্বীকারও করতে পারছে না, কারণ আমি অস্বীকার করতে দিচ্ছি না। যখন আমি তাদের যথার্থ নেতা হয়ে গেলাম, তখন তাদের কাছ থেকে ভালবাসা পেলাম, শ্রদ্ধা পেলাম। বাস্তবে তখন আর কিন্তু তারা বিদ্রুপও করে না, সমালোচনাও করে না। তারা তখন আমাকে মেনে চলে। এই যে সমালোচনা-বিদ্রুপের স্তরটি এটা হচ্ছে আমার নেতা হওয়ার সংগ্রামের স্তর। আমার নেতা হওয়ার সংগ্রামের পথটায় ট্রানজিশনাল ফেজ, অন্তর্বর্তী সময়। রেভলিউশনারি ক্যাডারদের মাস সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি হবে। নেতৃত্ব বলতে আমি এটাকে বলছি।"

'বিপ্লবী জীবনই সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময়'
বই থেকে

সবাই যদি নির্দোষ তবে হত্যাকারী কারা

নারোডা গাম হত্যাকাণ্ড

চোখের সামনে ১১ জন প্রতিবেশীকে পুড়ে মরতে দেখা ইমতিয়াজ কুরেশি, শরিফ মালেক কিংবা আবিদ পাঠানরা অভিযুক্তদের শাস্তির মরিয়া আশায় বুক বেঁধে ছিলেন। কিন্তু ২০ এপ্রিল গুজরাটের বিশেষ আদালত যেভাবে নারোডা গাম মামলার অভিযুক্ত ৬৮ জন হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গাকারীকে বেকসুর খালাস করে দিল, তাতে তাঁদের সেই আশা শূন্যে মিলিয়ে গেছে। যদিও বহুঘোষিত এই 'স্বাধীনতার অমৃতকালে' বার বারই যে ভাবে ক্ষমতাসীন শাসককে ন্যায়বিচারের গলা টিপে ধরতে দেখা যাচ্ছে, তাতে এই রায়ে দেশের মানুষ অবাক হননি। গত কয়েক বছর ধরে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত মামলার পরিণতি দেখে, বিশেষ করে বিলকিস বানো মামলায় দণ্ডিত ১১ জন গণধর্ষণকারী খুনিকে মহা-সমারোহে মুক্তিদানের ঘটনার পর এ কথা সকলের কাছেই যেন পরিষ্কার যে, ক্ষমতাবান শাসকের মুঠোয় ন্যায়বিচার আজ বন্দি। নারোডা গাম মামলার রায় সেই ধারণাতেই আরও একবার সিলমোহর দিল।

২০০২ সালে গুজরাট যখন সংখ্যালঘু মানুষের রক্তে ভাসছে, সেই সময় আমেদাবাদ শহরের মুসলিম অধ্যুষিত নারোডা গাম এলাকায় নির্মম গণহত্যা সংঘটিত করেছিল উগ্র হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গাবাজরা। গোধরায় ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর ২৮ ফেব্রুয়ারি গুজরাট জুড়ে যখন বনধ চলছে, সেই সময় এই দাঙ্গাবাজরা জড়ো হয়েছিল নারোডা গামের বাজার এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শী আক্রান্তদের দাবি, বিজেপি সহ উগ্র হিন্দুত্ববাদী কয়েকটি সংগঠনের নেতারা সেখানে উত্তেজক ঘৃণা-ভাষণ দিয়ে এলাকায় লুটপাট ও গণহত্যা চালাতে উস্কানি দেয়। তার পরেই শুরু হয়ে যায় উন্মত্ত তাণ্ডব। ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুড়িয়ে খুন করা হয় ১১ জন মানুষকে। ১০০ মিটার দূরেই নারোডা থানা। কিন্তু সেদিন সারা দিন পুলিশের দেখা পাননি আক্রান্ত আতঙ্কিত বাসিন্দারা।

সুপ্রিম কোর্ট গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) কুখ্যাত গুজরাট গণহত্যার ভয়ঙ্করতম যে ৯টি ঘটনার তদন্ত করে, নারোডা গাম তার অন্যতম। তদন্তে ৮৬জন অভিযুক্ত হন, যাঁদের অন্যতম হলেন প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক, পরবর্তীকালে গুজরাটে বিজেপি সরকারের মন্ত্রী মায়া কোদনানি, বজরং দলের নেতা বাবু বজরঙ্গী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা জয়দীপ প্যাটেল, নারোডা থানার তৎকালীন পুলিশ ইন্সপেক্টর ভিএস গোহিল প্রমুখ। ২০১০ সালে গুজরাটে বিশেষ আদালতে মামলা শুরু হয়। ইতিমধ্যে গুজরাট গণহত্যা সংক্রান্ত আরও একটি মামলায় ২০১২ সালে কোদনানি ও বজরঙ্গীর কারাদণ্ড হয়। কোদনানিকে ২৮ বছর কারাবাসের নির্দেশ দেয় বিশেষ আদালত। কিন্তু কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ২০১৮ সালে গুজরাট হাইকোর্ট 'বেনিফিট অফ ডাউট'-এ তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেয়। কোদনানির পক্ষে সাক্ষ্য দেন বিজেপির তৎকালীন জাতীয় সভাপতি স্বয়ং অমিত শাহ। এবার নারোডা গাম মামলাতেও বিশেষ আদালত খালাস করে দিল কোদনানিকে।

২০১০-এ বিশেষ আদালতে নারোডা গাম মামলা শুরু হওয়ার পর গত ১৩ বছরে একটি দিনের জন্যও আদালতে শুনানিতে হাজিরা দেওয়া বন্ধ করেননি মামলার সাক্ষী ইমতিয়াজ কুরেশি, শরিফ মালেকরা। মামলা চলতে চলতেই মারা গেছেন ১৮ জন অভিযুক্ত। গত ২০ এপ্রিল রায় ঘোষণার দিন নিরাপত্তার কারণে পুলিশ কুরেশিদের আদালত-কক্ষে বসতে দেয়নি। বাইরে বসেই আদালতের ভিতর থেকে আসা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানের উল্লাসধ্বনি কানে যেতে তাঁরা বুঝতে পারেন, রায় তাঁদের পক্ষে যায়নি। ভেবেছিলেন, কোদনানি, প্যাটেল বা বজরঙ্গির মতো রাঘব-বোয়ালরা যদি রেহাই পেয়েও যান, অন্তত অন্য অভিযুক্তদের শাস্তি হবে। কিন্তু আদালত যেভাবে সমস্ত অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করে দিল, তাতে তাঁদের বুক ভেঙে গেছে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, তা হলে ২০০২-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি নারোডা গামের ১১ জন বাসিন্দা মারা গেলেন কী ভাবে? তাঁরা কি তাহলে নিজেরাই নিজেদের পুড়িয়ে মেরেছিলেন!

এই মামলায় প্রত্যক্ষদর্শী ১৮২ জন সাক্ষীর অন্যতম ইমতিয়াজ কুরেশি সংবাদমাধ্যমের কাছে বলেছেন, "আমি নিজে ১৭ জন অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছিলাম। এঁদের মধ্যে ছিলেন ভিএইচপি নেতা ও পৌরসভার তৎকালীন দুই সদস্য। আমি দেখেছি তাঁরা বাজারের ভিড়ের সামনে উত্তেজক ভাষণে ঘৃণা ছড়াচ্ছেন, মসজিদ পুড়িয়ে দিতে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিতে উস্কানি দিচ্ছেন। আমি দেখেছি, পরিবারের সমস্ত মানুষকে পুড়িয়ে মেরে দিতে— আমার চোখের সামনে পাঁচজনকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হল— আমি তাদের চিনতাম। খুনিদের জামার রঙ পর্যন্ত আমার মনে আছে। আদালতের সামনে আমি সমস্ত প্রমাণ তুলে ধরেছি।" কুরেশি বলেছেন, "এই অপরাধীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হওয়া উচিত ছিল। তার বদলে এমন রায়ে বিচারব্যবস্থার উপরে আমাদের বিশ্বাসই তো উঠে যেতে বসেছে! আমাদের কাছে এ হল একটা কালা-দিবস।"

আরও এক সাক্ষী শরিফ মালেক, যিনি মায়া কোদনানি ও জয়দীপ প্যাটেল সহ ১৩ জন অভিযুক্তকে আদালতে চিহ্নিত করে বয়ান দিয়েছিলেন, সংবাদমাধ্যমের সামনে মন্তব্য করেছেন, "এই রায় ইঙ্গিত করছে যে, সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় যারা সন্ত্রাস চালাবে, তাদের গায়ে কেউ হাত ছোঁয়াতে পারবে না। দেশের সমস্ত মানুষের কাছেই এই রায় পরোক্ষে একটা বার্তা পৌঁছে দিল।" তিনিও মন্তব্য করেন, "এই রায়ে বিচারব্যবস্থার উপরে আমাদের আস্থা কমে গেল এবং এই ব্যবস্থার অন্যায় নিয়েও প্রশ্ন উঠে গেল।"

সাতের পাতায় দেখুন

পাঠকের মতামত

গোয়েবলস ও বিজেপি

হিটলারের প্রচারসচিব গোয়েবলসের নীতি ছিল, "মিথ্যাকে বারবার বলো, জোরের সঙ্গে বলো, লোকে তা হলে সেটা বিশ্বাস করবে, এমনকি তুমিও একদিন সেটা বিশ্বাস করতে পার।" সেটা ছিল, জার্মানির ১৯৩৬-'৪৫-এর জমানা। আর এখন ভারতবর্ষে সেই নীতি মেনেই বিজেপি ও তার সহযোগীরা সমস্ত মিডিয়াতে নানা মিথ্যাকে প্রতি ক্ষণে সত্যি বলে বিশ্বাস করানোর অপচেষ্টা রীতিমতো পরিকল্পিত উপায়ে চালিয়ে যাচ্ছে।

তাদের ইতিহাস বিকৃতির নানা কুমতলব, পরিকল্পনা, চেষ্টার কথা বারেবারে প্রকাশ পেয়েছে। তবে যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তা ভাসমান হিমশৈলের চূড়াটুকু বললে অত্যুক্তি হবে না। নাট্যাঙ্গনেও তাদের এই অপচেষ্টার নজির প্রবহমান। কয়েক বছর আগেই বি ভি করন্থ প্রতিষ্ঠিত কর্ণাটকের মাইশোরের ঐতিহ্যমণ্ডিত নাট্য প্রতিষ্ঠান রঙ্গায়নের ডিরেক্টর পদে স্বঘোষিত আরএসএস সমর্থক নাট্যকার এ সি কারিয়াপ্পাকে বসানো হয়। তিনি একখানি নাটক মঞ্চস্থ করেন, 'টিপ্পু নিজা কাংগসাগালু'(দ্য রিয়েল ড্রিমস অফ টিপু) তাতে দেখান, টিপুর হত্যাকারী দুই কাল্পনিক ভোক্কালিগ গেরিলা যোদ্ধা উরি গৌড়া ও নানজে গৌড়া, ইংরেজরা নয়। অনেকের মনে পড়তে পারে যে, ১৯৯৯-তে টিপু সুলতানের দ্বি-শতবর্ষপূর্তির প্রাক্কালে প্রখ্যাত নাট্যকার গিরীশ কারনাড একটি নাটক লেখেন, 'দ্য ড্রিমস অফ টিপু সুলতান'। সেই সঠিক ইতিহাস আশ্রিত নাটকটিকে নস্যাৎ করার অক্ষম চেষ্টা করেছেন কারিয়াপ্পা। ভোটের রাজনীতিতে ফয়দা তুলতেই যে এসব তাঁকে দিয়ে করানো হয়েছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

ব্রিটিশ বিরোধী বীর হিসেবে টিপু সুলতান ভারতের সর্বত্র, বিশেষত দক্ষিণ ভারতের এই সমস্ত অঞ্চলের জনমানসে বিরাট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে নজির রেখেছিলেন সেগুলি এখন বিজেপির গলার কাঁটা। তাই সে সবের বিরুদ্ধে বিজেপির এই গোয়েবলসীয় প্রচার।

এন গোরা
কলকাতা

ন্যাটো কেন ভারতকে চায়

মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটোর মার্কিন রাষ্ট্রদূত জুলিয়ানে স্মিথ সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন, ন্যাটো প্লাসের ষষ্ঠতম সদস্য হওয়ার জন্য ভারতের সামনে দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। ন্যাটো প্লাসের আর পাঁচটি দেশ হল অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড, সাউথ কোরিয়া ও ইজরায়েল।

প্রশ্ন হল, যখন অন্যান্য দেশ আবেদন করেও সুযোগ পাচ্ছে না, তখন ন্যাটো ভারতকে সদস্য করতে চাইছে কেন? ভারতের সঙ্গে ন্যাটোর এই সখ্যতার ফলে কি দেশের মানুষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে, নাকি গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী হবে? বা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা অর্জনে কি দেশের নাগরিকরা আরও সুযোগ পাবে? সেগুলি নিয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করার জন্যই কি ন্যাটোর এই উদ্যোগ?

উত্তর— না। তা হলে ন্যাটোর কাছে কোন মানদণ্ডে ভারতবর্ষ যোগ্য হয়ে উঠল? অহিংসার মন্ত্র জপা ভারত যখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের হানাহানিতে শিরোনামে, দেশের শাসকরা চুরি-দুর্নীতিতে এভারেস্টের চূড়ায় বসে, বিরুদ্ধমতের প্রতি সহিষ্ণুতা শূন্যের কোঠায়, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্ব-তালিকায় ক্রমাগত নিচের দিকের স্থান অধিকার করে দ্যুতি বিচ্ছুরিত করছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের স্বর্গোদ্যানে পরিণত হয়েছে, যা নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থাগুলি আসর গরম করছে, সেই সময় ভারতকে ন্যাটো প্লাসের সদস্য করার জন্য দরজা খোলা হচ্ছে।

সমাজতন্ত্রের প্রসার রোখার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে আটলান্টিক মহাসাগরের দুই পারের বারোটি দেশ নিয়ে গড়ে তোলা হয় ন্যাটোকে। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা ৩১। ১৯৯০ সালে রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের পতনের পর, বাণিজ্যে চিনের আধিপত্যকে আটকানোর জন্য এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ন্যাটো প্লাস নাম দিয়ে সদস্য পদ বাড়ানোর জন্য নতুন উদ্যোগ নেয় সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি আমেরিকা।

চিনের রপ্তানিমুখী বাণিজ্যকে শুধু আটকানো নয়, ন্যাটোর শিরোমণি আমেরিকার প্রধান লক্ষ্য, ইলেকট্রনিক্স নির্ভর সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় প্রধান জ্বালানি বলে খ্যাত ন্যানো সেমিকন্ডাক্টারের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা। ন্যানো সেমিকন্ডাক্টার আমদানিতে বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয়, যার বর্তমান বাজারদর ১৩ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২৬ সালে ৫২ বিলিয়ন ডলার হয়ে ২০৩০ সালে ৮৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে। ন্যানো চিপের ভারতের বিরাট বাজার আমেরিকা কোনও ভাবেই হাতছাড়া করতে চাইছে না। সেমিকন্ডাক্টর বা ন্যানো চিপ শুধু ফোন বা কম্পিউটারে ব্যবহার হয় না, এর চেয়েও আরও কয়েক গুণ চাহিদা রয়েছে চালকবিহীন ফাইটার উড়োজাহাজ, ড্রোন, দূরনিয়ন্ত্রিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মিসাইল এবং ইলেকট্রনিক্স নির্ভর নানা যুদ্ধাস্ত্রে। করোনাকালে যখন গোটা পৃথিবী মৃত্যুর সম্মুখীন সেই সময় ২০২২-এর ২ আগস্ট আমেরিকার হাউস অফ কমন্সের স্পিকার নানসি পেলসি-র তাইওয়ান সফরকে ঘিরে চিন ও আমেরিকার প্রবল উত্তেজনা। এই উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ন্যানো সেমিকন্ডাক্টারের বাজারের দখল থাকবে কার হাতে— আমেরিকা নাকি চিন— এই দ্বন্দ্ব।

ভারতবর্ষের ন্যানো চিপের লোভনীয় বাজার থেকে আমেরিকার একচেটিয়া পুঁজিপতিরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারছে না। তাই মাইক্রোচিপ কোম্পানিগুলির রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে প্রেসিডেন্ট বা সেনেটররা ভারতবর্ষের পুঁজির চৌকিদারদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে মন জয় করছে। এ জন্য ভারতের সাথে সেমিকন্ডাক্টর ব্যবসাকে আইনি বৈধতা দিতে আমেরিকা দি ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্ট পাস করিয়ে রেখেছে ২০২২ সালে। দেশের অসচেতন নাগরিকদের আবেগকে প্রতারণা করার জন্য সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আমেরিকা ও ভারতবর্ষের একযোগে কাজ করার কথা বলা হয়েছে।

ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতকে সহযোগী পেলে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে ভারতকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চিনকে চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করাতে পারবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার কাঁধে ভর দিয়ে ভারতবর্ষের লগ্নিপুঁজির নখ-দাঁতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া দেশের শ্রমিক-কৃষকদের সাথে আরও বেশি ক্ষতবিক্ষত হবে প্রতিবেশী বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভুটান সহ এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির শ্রমজীবী মানুষও। তাই সময় এসেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলার। সময় এসেছে আওয়াজ তোলার— ন্যাটো নয়, যুদ্ধও নয়।

মদের দোকান খোলার প্রতিবাদে যুব বিক্ষোভ মেখলিগঞ্জে

কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ মহকুমার কুচলিবাড়ি, বেলতলি, হলদিবাড়ি সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় নতুন করে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান খোলার প্রতিবাদে ২১ এপ্রিল মেখলিগঞ্জ আবগারি দপ্তরে ডেপুটেশন দিল যুব সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের হলদিবাড়ি ব্লক সম্পাদক রুস্তম সরকার, বিমল রায়, মলিন রায়, সতুরাম রায় প্রমুখ। সংগঠনের জেলা সহ-সভাপতি রঞ্জিত কুমার রায় বলেন সিপিএম সরকারের দেখানো পথেই তৃণমূল সরকারও মদের ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছে। মদের কারণে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুনের ঘটনা বেড়েছে। এই অবস্থায় নতুন মদের দোকান খোলার লাইসেন্স দিলে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর জায়গায় পৌঁছবে।

খুন হচ্ছে আইনের শাসন খুন হচ্ছে ন্যায়বিচার

তিনের পাতার পর

ছাড়ে। মানুষ ভাবে এই তো 'গুণ্ডারাজ' খতম হচ্ছে! যে সমাজবিরোধী মাফিয়ারা বিজেপির আশ্রয়ে ঢুকে পড়ে তাদের সাতখুন মাফ হয়, বুলডোজার চলে বিরোধী সাধারণ মানুষের ওপর। একটি সরকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার এতটুকু ক্ষমতা থাকলে এই সব শূন্যগর্ভ হুঙ্কার না ছেড়ে আইনের পথেই তারা সমাজবিরোধীদের মোকাবিলা করতে পারে। তা নেই বলেই পুলিশকেই গুণ্ডায় পর্যবসিত করে অপরাধ জগৎকে নিজেদের দলে টানার বার্তা দিচ্ছে বিজেপি। তাদের এই কৌশলটাও আতিক হত্যার কালে পুরোপুরি ধরা পড়ে গেছে।

প্রায় সব গণতান্ত্রিক বোধ হারিয়ে ফেলা বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরও যতটুকু নিয়ম আজও টিকে আছে তা বলে—কোনও অভিযুক্ত যতক্ষণ না আদালতে দোষী প্রমাণিত হচ্ছে তাকে নির্দোষ হিসাবেই ধরতে হবে। পুলিশের হাতেই সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের ক্ষমতা যে রাষ্ট্র দেয়, পলিটিকাল সায়েন্সের পরিভাষায় তাকে বলা যায় পুলিশ রাষ্ট্র, তা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোনও মতেই হতে পারে না। একের পর এক ঘটনা দেখাচ্ছে বিজেপি দেশটাকে সেদিকেই নিয়ে যাচ্ছে। বিশেষত আতিক হত্যার ঘটনা আইনের শাসনের সম্পূর্ণ অবলুপ্তির দিকেই ইঙ্গিত করছে। বিজেপি শাসিত সব রাজ্যেই বিশেষত উত্তরপ্রদেশে সরকার, প্রশাসন এবং পুলিশ যে ভাবে সাম্প্রদায়িক এবং জাতপাত ভিত্তিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে তাতে এই হত্যাকাণ্ডের সঠিক তদন্ত হওয়াও কার্যত অসম্ভব। তা একমাত্র সম্ভব হতে পারে গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকদের তীব্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই।

একটি নববর্ষের সকাল

তিনের পাতার পর

প্রথম ছাপার অক্ষরে এই সংখ্যাদুটো পড়েছিলেন, কেমন যেন বিশ্বাস হয়নি। ছেলের স্কুলের টিফিন বক্সে রোজ যে রুটি তরকারি, পাঁউরুটি-কলা, চাউমিন সাজিয়ে দেন তার দাম কত হতে পারে, ভেবে কূল পাননি। তারপর হয়তো সময়ের পলি জমে আড়াল হয়ে গেছে ভাবার ইচ্ছেটুকুও। অনেকের মতোই তাঁরও গা সওয়া হয়ে গেছে মিড ডে মিল নিয়ে স্তরে স্তরে অব্যবস্থা, বঞ্চনা আর দুর্নীতি, কেন্দ্র-রাজ্য তরজা, স্কুলছুট কমানোর নামে নিম্নমানের খাবার দেওয়ার এই সরকারি প্রহসন। অথচ এই নববর্ষের সকালের কাগজটা সব গোলমাল করে দিচ্ছে বারবার। নতুন জামার গন্ধ, সন্ধের হালখাতা, ছেলের আব্দারের খাবার সব আড়াল করে বারবার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে সেই নিষ্পাপ কচিমুখগুলো, এদেশে জন্মে যারা দিনভর খিদেপেটে থাকে। স্কুলের পথে ট্রেনের জানলা দিয়ে বনানী যাদের প্রায় রোজই দেখেন। ময়লা মুখ-ধেবড়ে যাওয়া কাজল-সর্দি গড়ানো নাক নিয়ে যারা কখনও থেবড়ে বসে থাকে, কখনও একগাল হেসে হাত নাড়ে, কখনও মায়ের চড় খেয়ে আকাশ ফাটিয়ে কাঁদে, সুজলা-সুফলা ভারতবর্ষের সেই ভবিষ্যত নাগরিকরা যেন লাইন দিয়ে হাত পেতেছে আজ নববর্ষের সকালে—কই, আমাদেরও লুচি দাও। নতুন জামা বুঝি আমরা পরব না? পেটভরে খাব না বুঝি?

ঊনষাট লক্ষ অভুক্ত মুখের আদল বারবার মিলেমিশে যাচ্ছে প্রাণপ্রিয় দুই আত্মজর মুখের সাথে। নিজেকে বড় অসহায়, অক্ষম মনে হয়। শিক্ষিকা হিসাবে, মানুষ হিসাবে, হতাশ হওয়া ছাড়া কি আর কিছুই করার ছিল না তার? রাস্তায় বেরোলেন বনানী মিত্র। বাজারের মোড়ে একদল ছেলে-মেয়ে। কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র সব। রাজ্য জুড়ে সরকারি স্কুল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে সই সংগ্রহ করছে ওরা, মাইকে বলছে একজন। ওরা বলছে, আন্দোলন ছাড়া শিক্ষার সর্বনাশ আটকানোর কোনও পথ নেই। প্রায়ই ওদের দেখেন এখানে। দাঁড়িয়ে শোনেনও দু-তিন মিনিট। তারপর এ সব রাজনীতির ঝামেলায় না ঢোকাই ভালো ভেবে অন্য দিকে হাঁটা দেন। মনটা খচখচ করে কয়েক মিনিট। আজকের দিনটা অন্য রকম। বনানী মিত্র থামলেন। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে এগিয়ে গেলেন নীল কুর্তি পরা মেয়েটির দিকে। বললেন—কই দাও, কোথায় সই করতে হবে।

বাজারে গুটিকয়েক কোম্পানির আধিপত্যেই মার খাচ্ছে শ্রমিক এবং ক্রেতার স্বার্থ

পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মেই ভারতের বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে এখন মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজিপতিরই একাধিপত্য। গাড়ি শিল্পের কথাই ধরা যাক। এই বাজারে আধিপত্য কায়েম করেছে— মারুতি-সুজুকি এবং হুন্ডাই। দুটিরই মালিকানা বিদেশি। দেশে প্রতি ১০টা গাড়ি বিক্রির মধ্যে ৬টিই এই দুই সংস্থার। ভারতের সর্ববৃহৎ অটোমোবাইল সংস্থা টাটা মোটর। এই তিনটি পুঁজিগোষ্ঠী ভারতের গাড়ি বাজারের প্রায় ৭০ শতাংশ কব্জা করে রেখেছে।

একই চিত্র দেখা যাচ্ছে টু-হুইলারের ক্ষেত্রে। এখানেও তিনটি কোম্পানি পুরো বাজারের তিন চতুর্থাংশ কব্জা করে রেখেছে। হিরো, হোন্ডা এবং টিভিএস মোটর। এর মধ্যে হিরো এবং টিভিএস এর মালিকানা ভারতীয়, হোন্ডার মালিকানা জাপানি।

যন্ত্রাংশ উৎপাদনেও একচেটিয়া আধিপত্য অল্প কিছু কোম্পানির। ভারতের মোবাইল ফোন শিল্পেও চিনা আধিপত্য— চিনের কোম্পানি জিয়াওমি, ভিভো, রিয়ালস, ওপো, ওয়ানপ্লাস ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। এর সাথে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সংস্থা স্যামসাং। এই কোম্পানিগুলি ২০২২ সালের মধ্যে মোবাইল ফোন বাজারের ৭০ শতাংশ দখল নিয়েছে। স্মার্ট টিভির বাজারে আধিপত্য কায়েম হয়েছে জিয়োমি, স্যামাসাং এবং এল জি-র।

ভারতীয় পুঁজিপতিদের আধিপত্য কায়েম রয়েছে কোর ইন্ডাস্ট্রিতে। যেমন স্টিল। এখানে জেএসডব্লু স্টিল, সেইল, টাটা স্টিল এবং জেএসপিএল অর্ধেকের বেশি বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে তিনটিই ব্যক্তি মালিকানাধীন, একটি সরকারি। স্টিলের মতোই সিমেন্ট শিল্পেও চারটি ভারতীয় সংস্থার দখলে অর্ধেক বাজার। অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রেও একই ভাবে একচেটিয়াকরণ হয়েছে।

পরিষেবা ক্ষেত্রেও কায়েম হয়েছে কোনও কোনও কোম্পানির একচ্ছত্র দখলদারি। এর মধ্যে অনলাইন পরিষেবার একচেটিয়া প্রভাব কায়েম রয়েছে বিপুল পুঁজির অধিকারী বিদেশি কোম্পানিগুলির। টেলিকম ক্ষেত্রটির দখল নিয়েছে দু'টি সংস্থা জিও এবং এয়ারটেল। টেলিকম মার্কেটের দুই তৃতীয়াংশ এই দু'টি সংস্থার দখলে। বিমান পরিবহণেও দু'টি সংস্থা— ইন্ডিগো এবং টাটা। এরা অভ্যন্তরীণ বাজারের ৮০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। বেসরকারি ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও— এইচডিএফসি, আইসিআইসিআই, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, যাদের মালিকানার ভাল অংশ বিদেশি নিয়ন্ত্রণে, এদের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। খুচরো ব্যবসাতে একই চিত্র। এখানে অ্যামাজন এবং ফ্লিপকার্ট একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। পেমেন্ট মার্কেটে আধিপত্য ফোন পে, গুগল পে-এর, ফুড ডেলিভারিতে জোম্যাটো এবং সুইগির, যাত্রী পরিবহণে ওলা এবং উবেরের।

অর্থনীতিতে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েমের পরিণামে প্রতিযোগিতা অল্প কয়েকজন বিক্রেতার বা কোম্পানির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই একচেটিয়া মালিকদের হাতেই থাকে বাজারে পণ্যের দাম যেমন খুশি বাড়ানোর ক্ষমতা। এই ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েই তারা পণ্যের দাম বাড়িয়ে সুপার প্রফিট করে। অনেক সময় এই কোম্পানিগুলি নিজেদে মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সবাই একসঙ্গে একই হারে দাম বাড়ায়। ফলে ক্রেতাদের কাছে কোনও বিকল্প থাকে না। এতে বিপন্ন হয় ক্রেতাস্বার্থ। বিপুল পুঁজির অধিকারী এই একচেটিয়া মালিকরা শ্রমিক স্বার্থকেও বিপন্ন করে। পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সাপেক্ষে মজুরি বৃদ্ধি না করে, এরা শ্রমিককে দুঃসহ অবস্থায় ফেলে দেয়। এই একচেটিয়া মালিকরা বহু ক্ষেত্রে কাজের সময় বাড়িয়ে দিয়ে শ্রমিকের মজুরি আনুপাতিক হারে কমায়। এই একচেটিয়াকরণ পুঁজিবাদী অর্থনীতিরই স্বাভাবিক নিয়ম। ফলে পুঁজিবাদ, যার উপরই দাঁড়িয়ে থাকে একচেটিয়া পুঁজিবাদ, তা সাধারণ মানুষের জীবনে আর্থিক সংকট বাড়িয়ে দেয়।

অর্থনীতিতে এর উল্টো প্রভাবও লক্ষণীয়। সুপার প্রফিট করতে গিয়ে যে পরিমাণে বা যে মাত্রায় শ্রমিক বা ক্রেতা শোষণ পুজিপতিরা চালায়, সেই পরিমাণে বাজার সংকট দেখা দেয়। অর্থনীতিতে বাজার সংকট মানেই নতুন নতুন শ্রম নিবিড় শিল্প না হওয়া। পাশাপাশি বহু শিল্পেই লালবাতি জ্বলা। এই হল পুঁজিবাদী অর্থনীতি—যে সুপার প্রফিট না করে বাঁচতে পারে না। আবার সুপার প্রফিট করতে গিয়ে অর্থনীতির সামনে সংকট তৈরি করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি এভাবেই অনিরসনীয় সংকটের জালে আটকে গেছে। এখান থেকে অর্থনীতিকে আরও গভীর সংকটে ফেলছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির আসন্ন মৃত্যু সংকেত এই সংকটের গভীরেই দেখা যাচ্ছে।

(তথ্যসূত্র ঃ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৭ এপ্রিল২০২৩)

সবাই যদি নির্দোষ, তবে হত্যাকারী কারা

পাঁচের পাতার পর

এই মামলায় আক্রান্তদের পক্ষের আইনজীবী শমশাদ পাঠান সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, "কোদনানি ও প্যাটেল যে সেদিন দাঙ্গাকারীদের গণহত্যায় প্ররোচিত করেছিলেন, তার রাশি রাশি প্রমাণ ও সাক্ষী আছে। শুধু তাই নয়, মোবাইল টাওয়ারের রেকর্ড থেকেও পরিষ্কার যে, ঘটনার দিন গণহত্যার সময়ে প্যাটেল ও কোদনানি নারোডা গামেই ছিলেন।"

অর্থাৎ নারোডা গামে ১১ জন সংখ্যালঘুর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা সত্য ছিল। তা নিয়ে সিটের তদন্তে অভিযুক্তদের নাম প্রমাণ সহ উঠে এসেছিল। বিশেষ আদালতে মামলা ওঠার পর প্রায় দুশো জন প্রত্যক্ষদর্শী সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরেছিলেন যা সিটের রিপোর্টের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও কোনও অভিযুক্তের কোনও শাস্তি হল না—যেন গোটা বিষয়টা বাস্তব সত্যই নয়, মরিচিকা মাত্র।

নারোডা গাম মামলা নিয়ে দেশ জুড়ে ধিক্কারে ফেটে পড়েছে মানুষ। এ তো শুধু ন্যায়বিচারের কণ্ঠরোধ নয়, দেশের বিবেকবান শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আবেগ নিয়ে, বিচারব্যবস্থার উপর তাদের আস্থা-ভরসা যতটুকু আছে তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা! এ জিনিস চলতে দিলে গোটা দেশ অচিরেই ভরে উঠবে রক্তপিপাসু অত্যাচারীর নিষ্ঠুর জয়োল্লাসে, যার নিচে চাপা পড়বে আক্রান্ত, বঞ্চিত অসহায় মানুষের আর্তনাদ।

তাই প্রশ্ন উঠছে সর্বত্র। কেন্দ্রীয় সরকারে বিজেপি আসীন হওয়ার পর থেকে যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী, স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিক শাসনের দাঁত-নখ ক্রমশ আরও বেশি করে প্রকট হচ্ছে, তাতে গোটা দেশ জুড়েই প্রশ্ন তুলছেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ। তাঁরা সরকার ও বিচারব্যবস্থার অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। গণতন্ত্র রক্ষার দাবিতে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন দেশের মানুষকে। লড়াইয়ের পথ ছাড়তে রাজি নন নারোডা গামের আক্রান্ত মানুষও। শরিফ মালেক সংবাদমাধ্যমের কাছে মন্তব্য করেছেন, "ন্যায়বিচারের জন্য আমরা ২১ বছর ধরে লড়াই করে চলেছি। উচ্চ আদালতে এই মামলা নিয়ে যাব আমরা। সন্তানদের মুখ চেয়ে ২০০২-এর গণহত্যায় আক্রান্তদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এ আমাদের করতেই হবে।"

লড়াকু এই ন্যায়বিচারপ্রার্থীদের পাশে দাঁড়াতে হবে দেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সর্বস্তরের মানুষকে। আদালতে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি ক্ষমতাসীন শাসকের ন্যায়বিচারকে মুঠোয় পোরার অন্যায় বাসনা প্রতিহত করতে গণআন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করতে হবে স্বৈরাচারী সরকারের উপর।

(তথ্যসূত্র ঃ ২১ এপ্রিল '২৩-এর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, আউটলুক, দি ফেডেরাল)

জীবনাবসান

বাঁকুড়ার শালতোড়ার পার্টিকর্মী কমরেড হীরালাল মাজি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৩ এপ্রিল শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। শালতোড়া ব্লকের পাটদোহা গ্রামে তাঁর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। '৭০ দশকের শেষের দিকে আসানসোলে পড়তে গিয়ে এ আই ডি এস ও ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন ও কমরেড বাদশা খানের সান্নিধ্যে আসেন। অল্প কিছুদিন শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার পরে চাকরি সূত্রে কলকাতা এবং রাজ্যের অন্যান্য জেলায় তাঁকে যেতে হয়। যেখানেই যেতেন দলের সান্নিধ্য খুঁজে নিতেন। চাকরি সূত্রে পুনরায় বাঁকুড়ায় এলে জেলার খরা পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। সেচের দাবিতে প্রশাসনিক নানা স্তরে ডেপুটেশন দেন। ফলে তাঁর গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি জোড় খাল বাঁধের দাবি আদায় হয়। এর থেকে আজও শত শত চাষি উপকৃত হচ্ছেন। এ ছাড়া গ্রাম এলাকায় পাঠশালা ও পাঠাগারের দাবিতে আন্দোলন করেন। চাকরি থেকে অবসরের পর পুনরায় রাজ্য নেতৃত্বের সহযোগিতায় বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া এই দুই জেলার খরা মোকাবিলায় আন্দোলন গড়ে তুলতে পূর্ণ উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়েন। জেলার নদীগুলির ওপর বাঁধের পরিকল্পনা, তার জন্য নথিপত্র সংগ্রহ করা প্রভৃতি চালিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটির বসত বাড়িতে কার্যত আটকে পড়েন তিনি। অবশেষে ক্যান্সার ধরা পড়ার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। দলের বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে শোক জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

কমরেড হীরালাল মাজি লাল সেলাম

দলের হরিণঘাটা লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড মইনুদ্দিন মণ্ডল ১৫ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি কয়েক বছর ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি লোকাল সম্পাদক কমরেড আতিয়ার রহমান ও কমরেড মহসিন মণ্ডলের মাধ্যমে এস ইউ সি আই (সি)-র সংস্পর্শে আসেন এবং নানা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

কমরেড মইনুদ্দিন মণ্ডল একজন ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান। পার্টির শিক্ষায় ক্রমে গরিব মানুষের আপনজনে পরিণত হন তিনি। তিনি অত্যন্ত সৎ ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। কৃষক-খেতমজুরদের আন্দোলন, শিক্ষা ও বিদ্যুৎ আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তিনি তাঁর পরিবারকেও পার্টির সাথে যুক্ত করেছিলেন। দলের নেতা-কর্মীদের থাকা-খাওয়ার জন্য তাঁর বাড়ির দরজা সবসময়ই খোলা থাকত। ৪ এপ্রিল হরিণঘাটা ব্লকের দীঘলগ্রামে প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ। তিনি প্রয়াত কমরেডের জীবন সংগ্রামের নানা দিক তুলে ধরেন। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত-বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা ইনচার্জ কমরেড তুষার ঘোষ। এলাকার সমস্ত পার্টি-কর্মী সহ দলের সমর্থক-দরদি অনেক মানুষই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড মইনুদ্দিন মণ্ডল লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

২৪ এপ্রিল দলের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠা দিবসে শিবপুর সেন্টারে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা, দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। (ডান দিকে) কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন করছেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

পুলওয়ামায় নিহত সেনার স্ত্রী
প্রধানমন্ত্রীর কাছে সত্য জানতে চান

পুলওয়ামায় চার বছর আগে নিহত সিআরপিএফ জওয়ানের উপর জঙ্গি হানায় যে ৪০ জন জওয়ান নিহত হয়েছিলেন তাঁদেরই একজন কেরালার বাসিন্দা ভি ভি বসন্তকুমার। ঘটনার চার বছর পরেও তাঁর স্ত্রী শিনা জানতে পারেননি সে দিন কীভাবে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল। সম্প্রতি তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করেছেন, আমার স্বামী কেন নিহত হলেন— এটা জানার অধিকার আমার আছে। সেখানে নিরাপত্তায় যদি কোনও গাফিলতি থাকে তা হলে তার জন্য কে দায়ী তা চিহ্নিত করতে হবে। স্বজন হারানোর ব্যথা বুকে নিয়ে ক্ষোভের সাথে কথাগুলি বলেন তিনি।

কাশ্মীরের তৎকালীন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক, সিআরপিএফ জওয়ানদের নিরাপত্তায় সরকারি গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেছেন, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ঘটনাকে সরকার রাজনৈতিক ফায়দা তোলার কাজে ব্যবহার করেছে। এ প্রসঙ্গে সেনাপত্নীর বক্তব্য, সেদিনের ঘটনার তদন্ত হওয়া দরকার। তিনি আরও বলেন, ঘটনার কথা আমরা সংবাদমাধ্যম থেকে জেনেছি, ঘটনাস্থলে যাওয়ার সুযোগ আমাদের ছিল না। ওই অভিশপ্ত দিনে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল, তা আমাদের জানানো হয়নি। অশ্রুসিক্ত চোখে কথাগুলি বলেন পিতৃহারা দুই সন্তানের জননী। তিনি আরও বলেন, আর যাতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য দোষীদের শাস্তি হওয়া দরকার। নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্য পরিবারের রোজগেরে মানুষটি মারা যাক— এটা কোনও পরিবারই চায় না।

ওয়ানাড়ের বাসিন্দা শিনা দুই সন্তানের দিকে তাকিয়ে নতুন করে জীবনযুদ্ধে সামিল হয়েছেন। তাঁর অন্তর্ভেদী হাহাকার দেশের মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করলেও প্রধানমন্ত্রীর মৌনতা ভাঙবে কি? এত বড় গুরুতর অভিযোগ সত্ত্বেও দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে সত্য জানাবেন না কেন?

উত্তরপ্রদেশে নির্যাতিতা কিশোরীর বাড়িতে আগুন দিল দুষ্কৃতীরা ঃ ধিক্কার দেশ জুড়ে

উত্তরপ্রদেশের উন্নাওতে আবার দলিত কিশোরী ধর্ষিতা। শুধু তাই নয়, মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে নির্যাতিতার বাড়িতেই আগুন লাগিয়ে সকলকে খুনের চেষ্টা করল দুষ্কৃতীরা। নির্যাতিতার মা সহ দুটি শিশু গুরুতরভাবে আহত হয় এই ঘটনায়। এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এআইএমএসএস, এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও সারা দেশের নানা স্থানে বিক্ষোভ দেখায় ২০ এপ্রিল। পশ্চিমবঙ্গে ও জেলায় জেলায় বিক্ষোভ মিছিল হয়।

কলকাতা ঃ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল শুরু হয়ে ধর্মতলা যায় (ছবি)। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, এটা শুধু নাবালিকার উপর ধর্ষণের ঘটনা নয়, এই ঘটনায় দুজন শিশু অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার কথিত 'আইন শৃঙ্খলার স্বর্গরাজ্যে' একের পর এক এই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে।

মোদি সরকারের 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'-এর স্লোগান যে কতটা অন্তঃসারশূন্য, এই ঘটনায় তা আবার প্রমাণ হল। অপরাধীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও পরিবারটির নিরাপত্তা এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানান তাঁরা।

নদিয়া ঃ একই দাবিতে ওই দিন নদিয়ার কৃষ্ণনগরে কোতোয়ালি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় তিনটি সংগঠন। এ আই এম এস এসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড ছবি মহান্তি ২০ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, বোঝা যায়, বিজেপিশাসিত ওই রাজ্যে দুষ্কৃতীরা কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তিনি দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তি, নির্যাতিতারে পরিবারকে উপযুক্ত নিরাপত্তা ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানান।

প্রকাশিত হল

শিবদাস ঘোষ
নির্বাচিত রচনাবলী

পঞ্চম খণ্ড

মূল্য ঃ ২০০ টাকা

পুলিশের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জে বিক্ষোভ

উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করার প্রতিবাদে এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে রায়গঞ্জের ঘড়িমোড়ে ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও এবং মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস বিক্ষোভ দেখায়। সেখানে পুলিশ বাধা দেয়। এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড মলয় পাল বলেন, শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙতে পুলিশের বাধার তীব্র নিন্দা করছি। এছাড়া নাবালিকার দেহ উদ্ধারের নামে পুলিশ যে বর্বরতায় লাঠিচার্জ করেছে এবং টেনে-হিঁচড়ে মৃতদেহ নিয়ে গেছে, তাকে ধিক্কার জানানোর ভাষা আমাদের নেই।

অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে জানান তিনি।

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে
এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীর প্রচার টুমকুরে

অন্থরাসান্থে বাজারে নির্বাচনী প্রচারে টুমকুর কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড এম ভি কল্যাণী। সঙ্গে রয়েছেন দলের কর্মী-সমর্থকরা। বহু স্থানীয় মানুষ এসইউসিআই(সি)-কে সমর্থন করার অঙ্গীকার করেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com